বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

Bangladesh Standards and Testing Institution

Tel : 8821462, 9131581, 9131582, 9880007, 9898115, 9897960,
Fax : 88-02-9131581, E-mail : bsti@bangla.net, Website : www.bstibd.org

বিশ্ব মান দিবস

Ministry of Industries

Global Standards for the Global Information Society

World Standards Day

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিশ্ব মান দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য **"Global Standards for the Global Information Society"** নির্ধারণ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যবহ। বর্তমান যুগে অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ববাসী সহজেই অভিন্ন তথ্য পাচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে টিকে থাকার উপায় হলো পণ্য-সামগ্রীর মান উন্নয়ন। দেশজ পণ্য-সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্যকে টিকিয়ে রাখতে হবে। পণ্যের ও সেবার মান বৃদ্ধিতে উৎপাদনকারী, বিপণনকারী, ভোক্তা-সাধারণ, মিডিয়া ও সুশীল সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সাথে বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিএসটিআই-কেও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব মান দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

World Standards Day Message

14 October 2003

Global Standards for the Global Information Society

Dr. Sei-ichi TAKAYANAGI, President of the IEC
Mr. Oliver SMOOT, President of ISO
Mr. Yoshio UTSUMI, Secretary-General of ITU

Today, we have access to more information than ever before, and, as the cost to access that information plummets, its audience increases. Sociologists no longer refer to the technology, computer or even the electronic age. The society that this generation is building is the Information Society, promising fundamental change in all aspects of our lives. But for its benefits to be truly equitably distributed, its reach must be global.

Digital electronics - computer networks, digital TV, 3G phones and a host of related, hardware, software, and services - provide the key building blocks for the Information Society. Collectively, they are known as information and Communication Technologies (ICTs). Without ICTs- the technologies that are essential to disseminating information and/ or knowledge electronically - a global Information Society would not be possible. ICTs have a direct impact on almost every aspect of social development - from education through healthcare, public administration, economics, finance and banking, commerce and business, international relations, and technology transfer to poverty reduction.

ICTs mostly had their origins in mature industrial societies, and now play an increasingly important role in helping developing countries and economies in transition to fulfil their potential. The challenge is how best to employ the tools of the Information Society to achieve development goals on a global scale, maximizing the benefits while minimizing obstacles and barriers.

key to making ICTs work for developing countries are the international standards created by the International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for Standardization (ISO), and the International Telecommunication Union (ITU). International standards simplify the use of existing and new technologies, reduce costs and complexity, open markets and foster broader access to products and services. In today's age of converging digital technologies, the three organizations are working ever more closely across the entire ICT spectrum.

International standards are agreements on best practices that are shared and adopted worldwide. They result from a process incorporating six principles defined by the World Trade Organization (WTO)- they are open, transparent, impartial and consensus-based, effective and relevant, coherent, and have a development dimension.

The development dimension is critical to bridging what is often termed the "Digital Divide" between the "haves" and "have-nots" of ICT and information. The potential benefits of international standards for developing economies and those in transition include significantly better opportunities for developing local industries and internal markets. They help lower costs, broaden the choice of partners and suppliers, create products with worldwide market coverage and acceptance, and expand export opportunities by reducing technical barriers to trade. Participation in the standards making processes of IEC, ISO, and ITU gives stakeholders the opportunity to shape standards according to their views and specific needs- whether in the developed or the developing world.

This year, the first phase of the World Summit on the Information Society (WSIS) sets out not only to address a broad range of social, economic and technical questions but also to draw up an action plan to birdge the Digital Divide. ISO, the IEC and ITU are actively involved in the preparatory process for WSIS to ensure that the critical role played by international standards in offering the best tools to support both growth of the Information Society and more equitable development is fully appreciated by the heads of state that will be attending the Summit in Geneva, Switzerland from 10-12 December 2003.

The United Nations Economic Commission for Latin America estimates that it took 70 years to span the radio divide and 40 to overcome the television divide. ISO, the IEC and ITU aim to ensure that international standards bring about a far swifter end to today's Digital Divide.

Dr. Sei-ichi TAKAYANAGI

Mr. Yoshio UTSUMI

Mr. Oliver SMOOT

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩৪তম বিশ্ব মান দিবস। আন্তর্জাতিক মান সংস্থার সদস্য-দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশও এ দিবসটি পালন করছে জেনে আমি খুশী হয়েছি।

এবছর বিশ্ব মান দিবসের মূল প্রতিপাদ্য — "গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর দ্য গ্লোবাল ইনফরমেশন সোসাইটি" — নির্বাচন বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দারিদ্র্য বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল প্রয়াসের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও সেবার মান উন্নয়নেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে মানসম্পন্ন বৈচিত্রময় পণ্য উৎপাদন ও উন্নত সেবার কোন বিকল্প নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আমাদের পণ্য ও সেবার মানকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিএসটিআই-কে পণ্য ও সেবার মান সংরক্ষনে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব মান দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।
আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

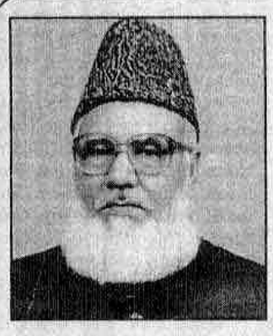

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

জাতীয় মান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ৩৪তম বিশ্ব মান দিবস উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী অবাধ তথ্য প্রবাহের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মান দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Global Standards for the Global Information Society" অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ।

বিশ্বায়নের এ যুগে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশ তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী তথ্য বিস্তৃতির মাধ্যমে নিজদের পণ্য ও সেবাকে সারা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করার পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সর্বাগ্রে দেশীয় পণ্য উৎপাদক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পণ্য ও সেবার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে। বলাই বাহুল্য মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সরকার ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণের কতিপয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি বিএসটিআই নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করে বিশ্ব তথ্য প্রবাহের সাথে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ভোক্তাসাধারণের জন্য মান সম্পন্ন পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার ইতোমধ্যে 'বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স-১৯৮৫' সংশোধন করে 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট' ২০০৩ জারি করেছে। ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য প্রতিরোধে সার্ভিলেন্স টিম ও ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিএসটিআই'র বিশেষ অভিযান কার্যক্রম ইতোমধ্যে জোরদার করা হয়েছে। সরকারের এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ বিএসটিআই'র মান সংরক্ষণ কার্যক্রম উত্তরোত্তর গতিশীল ও সম্প্রসারিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মতিউর রহমান নিজামী)

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৪ অক্টোবর, ২০০৩ ৩৪তম বিশ্ব মান দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে একই সাথে এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্ব মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Global Standards for the Global Information Society"।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশ্ব এখন তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আমরাও পিছিয়ে নেই। আমি আনন্দিত ও গর্ব বোধ করছি যে, বিএসটিআই ইতোমধ্যেই "ওয়েবসাইট" চালু করেছে, যাতে বিএসটিআই'র কার্যক্রমসহ অন্যান্য তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিএসটিআইকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ এর অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়াও বিএসটিআই'র ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ক্রেতা-সাধারণ, উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীগণ পণ্যের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বিধায় আমাদের দেশের উৎপাদনকারীগণ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সদা সচেষ্ট। বিএসটিআইও আন্তর্জাতিক মান বিষয়ে নীতিগত একাত্মতা ঘোষণা এবং বিভিন্ন পণ্যের মান উন্নয়নের প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে। এসব তথ্যাবলী আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বহির্বিশ্বকে জানিয়ে দিতে হবে।

দেশে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গুণগত মান নিরূপনে আন্তর্জাতিক মানকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ড. শোয়েব আহমেদ)

Quality Assurance, BSTI & Some Thoughts

Ahmad Mahmudur Raza Chowdhury
Director General, BSTI

Product certification is, in essence, a third party guarantee given by a body as a mark of impartial evidence to satisfy the customers that the product they are buying complies with a standard. Certification system has to be appropriately designed and the message it conveys should be understandable to the consumers. Three types of certification bodies exist in countries. It may be purely a governmental body or one autonomous in character or purely a private organization of high standing. In Bangladesh, this responsibility is entrusted with the BSTI.

At this stage, a broad outline of BSTI activities may be given. It has four major tasks : (a) Formulation of products standards (b) Ensure compliance of standards for designated compulsory items, the manufacturing, distribution or sale of which are prohibited under statutes without quality certification marks (CM) from BSTI (c) Testing of materials in its own labs or in other recognised labs when such facilities are not available at BSTI and (d) Enforcement of metric system and laws related to weights of measures.

BSTI sprang into existence through promulgation of the BSTI ordinance in 1985. But till recently, it could not make a mark and remained some what an unknown moribund organization. When the present Government came forward with a determination to make it a vibrant and effective organization, three major impendiments stood in its way. First, inadequacy of law. To surmount it, the mother law has been amended recently that gave necessary legal authority to BSTI for quick and effective enforcement. Secondly, lack of infrastructural facilities. The Government have now allocated adequate funds to 3 ongoing projects that will provide required floor space, facilitate installation of latest scientific equipments to upgrade its labs to international standards and procure chemicals at a cost of about 220 million taka. Thirdly, inadequate manpower. The Institution is extremely under staffed with nearly one-third of its skeletal sanctioned posts remaining vacant. The organogram of the BSTI and the service conditions are now being recast to induct talented scientists, engineers and field workers which will form the core workforce. The proposal for "Strengthening and Modernization of BSTI" is under active consideration of the Government. Once recruitment is completed BSTI will be able to work with full momentum.

"Consumers Protection" is the underlying force behind all activities related to standardization and certification marking. Consumers are increasingly becoming vocal globally. The 'Consumers International' is now an organization to be reckoned with. In Bangladesh, however, the CAB (Consumers Association of Bangladesh) is still in a nascent state and limping for resource constraint. But a vigilant consumers forum is a sine-qua-non to make the sellers more responsible and the BSTI more accountable. We hope that in days to come. CAB will invogorate its work, keeping itself above fear or favour and stand any intimidation or blackmail. The enactment of long awaited Consumers Protection Act will go a long way to protect the interest of the consumers. Globalization has widened the scope of trade, commerce and investment to an unprecedented immensity. Products and its people and together with the commitment of the government, it is not impossible for us to surmount the syndrome and cross over to the brighter side of the divider much sooner than envisaged.

BSTI has geared up activities in its strive to fulfil the expectation of the people. Last one year's performance of BSTI, to say modestly, was countable. No bragging, at least people now know that there exists an organization called, BSTI. But it has yet miles to go. The Government have done its part and came forward to support the institution. BSTI will have to reciprocate it with hardwork, integrity, determination and sense of commitment in discharging its obligation to the nation. While enforcing laws in their true spirit, the BSTI looks forward to working together with business community, media, consumers' organizations and other agencies to generate a sense of quality awareness in the society which alone can protect the consumers' interest at home, generate global confidence in Bangladeshi products and ensure its proud position in a fiercely competitive international market. Together, we can achieve it.

উপমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) বিশ্বের অন্যান্য মান সংস্থার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৪ অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে বিশ্ব মান দিবস পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিএসটিআই এর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

৩৪তম বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Global Standards for the Global Information Society"। আধুনিক বিশ্বে ভোক্তা সাধারণ পণ্যের মূল্যের সাথে সাথে মানের ব্যাপারেও অধিক সচেতন। তাই আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে জাতীয় মান প্রণয়ন করা এবং সে অনুযায়ী পরীক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। নয়ত আমরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব না।

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। আমরা সকল কাজেই প্রযুক্তির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। তথ্য-প্রযুক্তির যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

সবশেষে আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু)